পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

দু' ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়ার বিধান

মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম।

www.almodina.com

পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে
দু' ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়ার বিধান

রচনায়ঃ
মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী
মুতাখাসসিস ফিল হাদীস ওয়াল ফিকহ
সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ
গফুর ভিউ এ/১৫৫৫, রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৯১৭-০৭২৯৩৫, ০১৮১২-৫১৯৫৮৯

সর্বস্বত্বঃ
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকঃ
জনাব অলিয়ার রহমান রহ. স্মরণে
মুফতি অহিদ ইসলামী গবেষণাগার কৈখালী, সদর, যশোর।

প্রকাশকালঃ
১০ মার্চ ২০১৬ ঈসায়ী, ২৯ জুমাদাল উ'লা ১৪৩৭ হিজরী

কম্পিউটারঃ অকিল উদ্দিন সোহাগ
মূল্যঃ ৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

বইটি পড়তে ভিজিট করুন
www.kafelaehaque.com

Pobitro Quran O Sohih Hadiser Aloke Du Wakter Namaj Akotre Porar Bidhan
By: **Mufti Wakil Uddin Jessoree**
Specialist in Hadith & Islamic law.
Assistant Mufti: darul ifta khadimul quran was sunnah, Chittagong.
Price : 30/- Tk Only.

সূচিপত্র

লেখকের কথা- ৪
আয়াতের তাফসীর- ৬
নামায পড়া ভুলে গেলে বা ঘুমিয়ে পড়লে কাযা নামায- ৭
আরাফার ময়দানে একত্রে যোহর ও আসর নামায- ৮
মুযদালিফায় একত্রে মাগরীব ও ইশার নামায- ৯
সফরের দু' ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া- ১১
সফরে একত্রে দু' ওয়াক্তের নামায ওয়াক্তের পূর্বে পড়া- ১৮
মুকিমাবস্থায় দু' ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া- ২১
মুকিমাবস্থায় দু' ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া নিষিদ্ধ- ২২

লেখকের কথা

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد.

অনেকে মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে দু' ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করেছেন। কিন্তু কুরআন ও হাদীস গবেষণা করলে এ কথারই প্রমাণ মিলে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরের ব্যস্ততার কারণে যোহরের শেষ ওয়াক্তে যোহরের নামায আদায় করেছেন, আসরের প্রথম ওয়াক্তে আসরের নামায আদায় করেছেন। সেভাবে মাগরীবের শেষ ওয়াক্তে মাগরীবের নামায এবং ইশার প্রথম ওয়াক্তে ইশার নামায আদায় করেছেন। অতএব রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায দু' ওয়াক্তের নামায দু' ওয়াক্তে ছিল। দু' ওয়াক্তের নামায এক ওয়াক্তে নয়। এ বিষয়ে জানতে বইটি পড়ুন।

সফরে দু' ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া বিষয় নিয়ে কানাডা প্রবাসী বন্ধুবর জনাব শাহরিয়ার কাদীর সাহেব আমাকে ফোন করে বিষয়টি নিয়ে কিছু লেখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মাশাআল্লাহ হযরত উলামায়ে কেরামের মধ্যে নামায সম্পর্কীয় অনেকে অনেক বই রচনা করেছেন। কিন্তু সফরে দু' ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া নিয়ে বই রচনা করেছেন এমন বই আমার নযরে নেই। যদি এ বিষয়ে আপনার জানা থাকে তবে অনুগ্রহ করে আমাকে জানাবেন। আমি অনেক শ্রদ্ধেয় আলেম থেকে এ বিষয়ের মাসআলাটি জেনে নিলেও এ বিষয়ে বইয়ের প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি। তাই আপনি সময় সুযোগ করে যদি এ বিষয়ে কিছু লেখেন, তবে কৃতজ্ঞ থাকব। এবং বিষয়টি নিয়ে ব্যপক খেদমত হবে বলে আশা রাখি।

বন্ধুবর জনাব শাহরিয়ার কাদীর ভাইয়ের অনুরোধে লেখা শুরু করি, এবং আল্লাহর রহমতে লেখা শেষ করি। শাহরিয়ার ভাইয়ের প্রতি আমার অন্তরের অন্তস্থল হতে দু'আ থাকল। আল্লাহ তা'আলা তাকে দ্বীনের উপর অটল থাকার এবং বেশি বেশি দ্বীনের খেদমত করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

বিজ্ঞ পাঠক মহলের কাছে বিনীত নিবেদন ভাষাগত কিংবা তথ্যগত কোন ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে অনুগ্রহপূর্বক অধমকে অবহিত করবেন। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করব এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিব, ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমার এই পুস্তিকা কবুল করেন ও সকলের জন্য উপকারী এবং আমার নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দিন। আমিন।

অকিল উদ্দিন

১০ মার্চ ২০১৬ ঈসায়ী, ২৯ জুমাদাল উ'লা ১৪৩৭ হিজরী, দুপুর ১২: ০৬ মিনিট

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি বিশ্বের লালনকারী এবং সালাত-সালাম বর্ষিত হোক পেয়ারা হাবীব রাসুলে কারীম হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ও তার পরিবার-পরিজন ও সমস্ত সাহাবা রাযি. এর উপর।

শরীয়তে নির্দেশিত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান হলো নামায। আর নামাযের জন্য বিভিন্ন বিধান রয়েছে, তন্মেধ্যে একটি হলো, নির্ধারিত ওয়াক্ত। সুতরাং নির্ধারিত ওয়াক্তেই নামায আদায় করতে হবে। তবে শরীয়ত কর্তৃক ভিন্ন বিধান থাকলে তা সে বিধানের আওতাভুক্ত হবে।

যেমন হজ্জে আরাফার ময়দানে যোহর ও আসরের নামায একত্রে পড়া হজ্জের বিধান। সেরকমভাবে মুযদালিফায় মাগরীব ও ইশার নামায একত্রে পড়া হজ্জের বিধান। সুতরাং তা হজ্জের বিধান মোতাবেক সে সময়ই আদায় করতে হবে।

তবে এ ছাড়া অন্য কোন জায়গাতে ইচ্ছা করে নির্ধারিত সময়ের আগে বা পরে বা আগে পরে একত্রে দু' ওয়াক্ত নামায আদায় করা না জায়েয ও হারাম।

সফরের ক্ষেত্রে একত্রে দু' ওয়াক্ত নামায আদায় করা নিয়ে কিছু মতভেদ থাকলেও আহনাফের মত অনুযায়ী তা হারাম ও না জায়েয বলে সাব্যস্ত হবে। কেননা তা কুরআন ও সহীহ হাদীসর সম্মত আমল। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ-

মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

إِنَّ الصلاة كَانَت عَلى الْمُؤْمنِينَ كتَاباً مَّوْقُوتاً.

নিশ্চয় নামায মু'মিনগণের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয ।[১]

আয়াতের তাফসীর

আল্লামা শিহাবুদ্দীন মাহমুদ ইবনে আব্দুল্লাহ আলহুসাইনি আলআলূসী রহ. বলেন-

{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا} أيْ مَكْتُوْباً مَفْرُوْضاً {مَّوْقُوتاً} مَحْدُوْدَ الْأَوْقَاتِ لَا يَجُوْزُ إِخْرَاجُهَا عَنْ أَوْقَاتِهَا فِيْ شَيْءٍ مِنَ الْأَحْوَالِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِقَامَتِهَا سَفْراً أَيْضاً ، وَقِيْلَ : الْمَعْنَى كَانَتْ عَلَيْهِمْ أَمْراً مَفْرُوْضاً مُقَدَّراً فِي الْحَضَرِ بِأَرْبَعِ رَكْعَاتٍ وَفِي السَّفَرِ بِرَكْعَتَيْنِ فَلَا بُدَّ أَنْ تُؤَدَّى فِيْ كُلِّ وَقْتٍ حَسْبَمَا قَدَرَ فِيْهِ.

নিশ্চয় নামায মুমিনের উপর ফরয়, নির্ধারিত সময়ে, কোন অবস্থাতেই তার নির্দিষ্ট সময় থেকে কোন জিনিস বের করা জায়েয নেই। অতএব তা সফরেও নামায আদায় করাও অত্যবশ্যকীয়। বলা হয়, অর্থ হলো, তাদেও উপর নির্ধারিত ফরয হুকুম মুকিমাবস্থায় চার রাকাত নির্ধারিত, সফরে দু' রাকাত নির্ধারিত। অতএব প্রত্যেক সময় তার নির্ধারিত রাকাত অনুযায়ী নামায আদায় করা অত্যন্ত জরুরী।[২]

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ওমর ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন আত তায়মী আর রাঝি, উপধী ফখরুদ্দীন রাঝি রহ. বলেন-

وَاعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَى بَيَّنَ فِيْ هَذه الْآيَة أَنَّ وُجُوْبَ الصَّلَاة مُقَدَّرٌ بِأَوْقَات مَخْصُوْصَة.

জেনে রেখো, আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয় নামাযের অত্যবশ্যকীয় হওয়া নির্ধরিত নির্দিষ্ট সময়ে।[৩]

---

[১]. সুরা নিসা আয়াত ১০৩।

[২]. রহুল মাআনী ৪/২১৩, সুরা নিসা আয়াত ১০৩।

[৩]. মাফাতীহুল গায়ব ৫/৩৬২ সুরা নিসা আয়াত ১০৩।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّى الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا إِلاَّ بِجَمْعٍ وَعَرَفَاتٍ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সালাতই যথা সময় আদায় করতেন, তবে আরাফায় ও মুযদালিফায় এর ব্যতিক্রম করতেন।[৪] হাদীসটি সহীহ।

উপরোক্ত আয়াত, তাফসীর ও হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের জন্য নামাযের নির্ধারিত সময় রয়েছে। সুতরাং নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত নামায আদায় করা ফরয। নির্ধারিত সময়ের আগে বা পরে নামায আদায় করবে না। বরং ঠিক নির্ধারিত সময়েই নির্ধারিত নামায আদায় করবে। তবে শরয়ী কোন ওযর থাকেলে তা নির্ধারিত ওয়াক্তের হুকুমের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথীল হবে।

যেমন কোন ব্যক্তি নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার সময় থেকে নিয়ে ওয়াক্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত ঘুমে বিভোর থাকে, অথবা ভুলে যায়, তবে ঘুম থেকে উঠলে বা স্বরণে আসা মাত্রই তা আদায় করবে। এটি শিথীলতার অন্তর্ভুক্ত। অথবা হজ্জের বিধানের অওতাভুক্ত আরাফার ময়দান ও মুযদালিফায় হয়, তখন তা সেভাবেই আদায় করবে।

নামায পড়া ভুলে গেলে বা ঘুমিয়ে পড়লে কাযা নামায

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ{وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}.

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কেউ কোন সালাতের কথা ভুলে যায়, তাহলে যখনই স্বরণ হবে, তখন তাকে তা আদায় করতে হবে। এ ব্যতিত সালাতের কোন কাফ্ফারা নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমাকে স্বরণের উদ্দেশ্যে সালাত কায়েম কর।[৫]

---

[৪] . নাসায়ী ৩/২৫৫ হা. ৩০১২ হজ্জের বিধিবিধানসমূহ অধ্যায়, আরাফায় যোহর ও আসর একত্রে আদায় করা পরিচ্ছেদ।

[৫] . বুখারী ২/৩৫ হা. ৫৭০ সালাতের ওয়াক্তসমূহ অধ্যায়, কেউ যদি কোন ওয়াক্তের সালাত আদায় করতে ভুলে যায়, তাহলে যখন স্বরণ হবে, তখন সে তা আদায় করে নিবে অনুচ্ছেদ।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى.

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ ঘুম থেকে জাগতে না পারার কারণে নামায পড়তে না পারলে অথবা নামায পড়তে ভুলে গেলে যখনই স্বরণ হবে তখনই নামায পড়বে। কেননা, মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন, আমার স্বরণের জন্য নামায পড়ো।[৬]

এ সকল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামায পড়তে ভুলে গেলে বা নামাযের সময় ঘুমে বিভোর থাকলে, ঘুম থেকে জাগ্রত হতে না পারলে বা কাযা নামায হলে একত্রে এক ওয়াক্তে তা আদায় করা যাবে। অর্থাৎ যোহরের সময় যদি কোন ব্যক্তির স্বরণ এলো যে, ফজরের নামায আদায় করেনি, তবে সে যোহরের সময় ভুলে যাওয়া নামায বা কাযা নামায যোহরের সময় আদায় করে নিবে।

তবে উপরোক্ত শরয়ী ওযর ও হজ্জের বিধান অনুযায়ী আরাফা ও মুযদালিফা ব্যতিরেকে এক ওয়াক্তে দু' ওয়াক্ত নামায আদায় করতে পারবে না।

আরাফার ময়দানে একত্রে যোহর ও আসর নামায

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .....ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا..... حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, (রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ্জ এর বর্ণনা সম্পর্কে একটি লম্বা হাদীসে)

[৬]. সহীহ মুসলিম ২/৪৯৩ হা. ১৪৪৮ মসজিদ ও নামাযের স্থান অধ্যায়, কাযা নামায এবং তা অনতিবিলম্বে আদায় করা উত্তম হওয়ার বর্ণনা পরিচ্ছেদ।

অতপর মুআযযিন আযান দিল, এবং একামত বলল। তিনি যোহরের নামায আদায় করলেন। পুনরায় একামত হলো, তিনি আসরের নামায পড়লেন। এর মাঝে কোন নফল পড়লেন না। ... ... এভাবে তিনি মুযদালিফায় এসে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি এক আযান ও দু'টি ইকামতের সাথে মাগরীব ও এশার নামায আদায় করলেন এবং দু'টি নামাযের মাঝে কোন প্রকার সুন্নাত বা নফল পড়লেন না।[৭]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ غَدَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ صَبِيحَةَ يَوْمِ عَرَفَةَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَهِيَ مَنْزِلُ الإِمَامِ الَّذِى يَنْزِلُ به بِعَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مُهَجِّرًا فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ.

হযরত ইবনে ওমর রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরাফার দিন সকালে ফজরের নামায আদায়ের পর নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনা হতে আরাফার অভিমুখে রওনা হন। অতপর তিনি আরাফার সন্নিকটে উপস্থিত হয়ে নামেরাতে অবস্থান করেন। অতপর যোহরের নামাযের সময় হলে, তিনি একত্রে যোহর ও আসরের নামায আদায় করেন। এবং পরে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। অতপর তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করেন এবং আরাফার ময়দানে অবস্থানের স্থানে অবস্থান করেন।[৮] হাদীসটি হাসান।

মুযদালিফায় একত্রে মাগরীব ও ইশার নামায

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ حَجَّ عَبْدُ اللَّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِينَ الْأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَصَلَّى

[৭]. সহীহ মুসলিম ৪/২২৮-২২৯ হা. ২৮১৫ হজ্জ অধ্যায়, নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ্জের বর্ণনা।
[৮]. সুনানে আবু দাউদ ৩/৭৪ হা. ১৯১১ হজ্জের নিয়ম পদ্ধতি অধ্যায়, (মিনা হতে) আরাফাতে গমন পরিচ্ছেদ।

بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّى ثُمَّ أَمَرَ أُرَى فَأَذَّنَ وَأَقَامَ قَالَ عَمْرٌو لَا أَعْلَمُ الشَّكَّ إِلَّا مِنْ زُهَيْرٍ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ هُمَا صَلَاتَانِ تُحَوَّلَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا صَلَاةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ الْمُزْدَلِفَةَ وَالْفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ রাযি. হজ্জ আদায় করলেন, তখন ইশার আযানের সময় বা তার কাছাকাছি সময় আমরা মুযদালিফা পৌঁছলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন। সে আযান দিল এবং একামত বলল। তিনি মাগরীব আদায় করলেন এবং এরপর আরো দু'রাকাত আদায় করলেন। তারপর তিনি রাতের খাবার আনালেন এবং তা খেয়ে নিলেন। (রাবী বলেন) তিনি একজনকে আদেশ দিলেন। আমার মনে হয়, লোকটি আযান দিল এবং ইকামত বলল। আমর রহ. বলেন, আমার বিশ্বাস এ সন্দেহ যুহাইর রহ. থেকেই হয়েছে। তারপর তিনি দু'রাকাত ইশার সালাত আদায় করলেন। ফজর হওয়া মাত্রই তিনি বললেন, এ সময়, এদিনে, এ স্থানে, এ সালাত ব্যতিত নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কোন সালাত আদায় করেন নি। আব্দুল্লাহ রাযি. বলেন, এ দু'টি সালাত তাদের প্রচলিত ওয়াক্ত থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই লোকেরা মুযদালিফা পৌঁছার পর মাগরীব আদায় করেন এবং ফজরের সময় হওয়া মাত্র ফজরের সালাত আদায় করেন। আব্দুল্লাহ রাযি. বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এইরূপ করতে দেখেছি।[৯]

আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন-

الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة للنسك لا للسفر.

[৯] . সহীহ বুখারী ৩/১৩৮-১৩৯ হজ্জ অধ্যায়, মাগরীব এবং ইশা উভয় সালাতের জন্য আযান ও ইকামত দেওয়া।

আরাফা ও মুযদালিফায় দু'ওয়াক্ত নামায একত্রে আদায় করা হজ্জের বিধান, সফরের নয়।[১০]

সফরে বা অন্য কোন সমস্যার কারণে গঠনগতভাবে দু' ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়তে পারবে। সফরে রওনা করার সময় যোহরের শেষ ওয়াক্তে যোহরের নামায এবং আসরের শুরু ওয়াক্তে আসরের নামায আদায় করতে পারবে। ঐরকমভাবে সফরে মাগরীবের শেষ ওয়াক্তে মাগরীব নামায ও ইশার শুরু ওয়াক্তে ইশার নামায আদায় করতে পারবে। আর এটা মূলত এক ওয়াক্তে দু' ওয়াক্ত নামায নয়, বরং দু' ওয়াক্তে দু' নামায। আর এটাকে (জময়ে সুরী) গঠনগত একত্রে দু' ওয়াক্ত নামায বলে। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

সফরের দু' ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া জময়ে সুরী (গঠনগত দু' ওয়াক্ত নামায)

عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَارَوَنْدَا قَالَ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَلاَةِ أَبِيهِ فِى السَّفَرِ وَسَأَلْنَاهُ هَلْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ شَىْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ فِى سَفَرِهِ فَذَكَرَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِى عُبَيْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ فِى زَرَّاعَةٍ لَهُ أَنِّى فِى آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ. فَرَكِبَ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ إِلَيْهَا حَتَّى إِذَا حَانَتْ صَلاَةُ الظُّهْرِ قَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ الصَّلاَةَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. فَلَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ نَزَلَ فَقَالَ أَقِمْ فَإِذَا سَلَّمْتُ فَأَقِمْ . فَصَلَّى ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ الصَّلاَةَ . فَقَالَ كَفِعْلِكَ فِى صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ . ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا اشْتَبَكَتِ النُّجُومُ نَزَلَ ثُمَّ قَالَ لِلْمُؤَذِّنِ أَقِمْ فَإِذَا سَلَّمْتُ فَأَقِمْ . فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ « إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الأَمْرُ الَّذِى يَخَافُ فَوْتَهُ فَلْيُصَلِّ هَذِهِ الصَّلاَةَ ».

[১০] . আসারুস সুনান হা. ৮৫১ পৃ. ৩১১ মুসাফির অধ্যায়, মুযদালিফায় মাগরীব ও ইশা একত্রে দেরী করে পড়া পরিচ্ছেদ।

হযরত কাসীর ইবনে ক্বারাওয়ান্দা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. কে তার পিতার সাথে সফরের সালাত সম্বন্ধে জানতে চাইলাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি সফরে দু' ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করতেন কি? তখন সালিম রহ. এই ঘটনা উল্লেখ করলেন যে, সফিয়া বিনতে আবু উবায়দ রাযি. তার (আব্দুল্লাহর) সহধর্মিণী ছিলেন। সফিয়্যা অসুস্থ হয়ে আব্দুল্লাহ রাযি. এর নিকট পত্র লিখলেন। তখন আব্দুল্লাহ রাযি. তার দূরবর্তী যমীনে কৃষিকাজ করছিলেন। পত্রে লিখলেন যে, আমি মনে করি আমার পার্থিব জীবনের শেষ দিনে এবং আখেরাতের প্রথম দিনে উপনীত হয়েছি। সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি অশ্বোরহণ করে দ্রুত গতিতে আসতে লাগলেন। যখন যোহরের সালাতের সময় হলো, মুআযযিন বলল, হে আবু আব্দুর রহমান! সালাত। তিনি ভ্রুক্ষেপ না করে চলতে লাগলেন। যখনই দু' সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে উপনীত হলো, (অর্থাৎ যোহরের শেষ ওয়াক্ত আসরের প্রথম ওয়াক্ত) তখন অবতরণ করলেন এবং বললেন, ইকামত দাও। যখন আমি সালাত সমাপ্ত করি তখন আবার ইকামত দিবে। তারপর সালাত আদায় করে আরোহণ করলেন। আবার যখন সূর্যাস্ত গেল, মুআযযিন তাকে বললেন, সালাত। তিনি বললেন, ঐরূপ আমল কর যেরূপ যোহর ও আসরের সালাতে করেছিলে। আবার পথ চললেন। তারপর যখন সমুজ্জল তারকা আকাশে উদ্ভাসিত হল, তখন অবতরণ করে মুআযযিনকে বললেন, ইকামত বল। যখন সালাত সমাপ্ত করি, তখন আবার ইকামত বলবে। এবার সালাত আদায় করে তাদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কারো সামনে এমন কোন জটিল কাজ দেখা দিবে যা ফওত হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকবে, তখন এভাবে দু' ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করে নিবে।[১১] হাদীসটি হাসান।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ أَنَّ مُؤَذِّنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الصَّلاَةُ. قَالَ سِرْ سِرْ. حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ غُيُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ

[১১] . নাসায়ী ১/২৭২-২৭৩ হা. ৫৮৯ সালাতের ওয়াক্তসমূহ অধ্যায়, এর বিবরণ পরিচ্ছেদ।

ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِى صَنَعْتُ فَسَارَ فِى ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَسِيرَةَ ثَلاَثٍ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াকেদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হযরত ইবনে ওমর রাযি. এর মুআযযিন নামাযের সময় আস সালাত (নামায) শব্দ উচ্চারণ পূর্বক তাকে ডাকলে তিনি বলেন, চল, চল। অতপর তিনি পশ্চিমাকাশের সাদা বর্ণ দুরীভূত হওয়ার প্রাক্কালে বাহন হতে অবতরণ করে মাগরীবের নামায আদায় করেন এবং এরপর সামান্য অপেক্ষা করে পশ্চিমাকাশে সাদাবর্ণ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হলে তিনি ইশার নামায আদায় করেন, অতপর বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকলে তিনি এরূপ করতেন, যেরূপ আমি করেছি। তিনি সেই দিন ও রাতের সফরে তিন দিনের রাস্তা অতিক্রম করেন (অর্থাৎ তিনি তড়িঘড়ি পথ অতিক্রম করেন)।[১২] হাদীসটি সহীহ।

عَنْ نَافِعٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِى سَفَرٍ يُرِيدُ أَرْضاً لَهُ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِى عُبَيْدٍ لَمَا بِهَا فَانْظُرْ أَنْ تُدْرِكَهَا . فَخَرَجَ مُسْرِعاً وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُسَايِرُهُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَلَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ وَكَانَ عَهْدِى بِهِ وَهُوَ يُحَافِظُ عَلَى الصَّلاَةِ فَلَمَّا أَبْطَأَ قُلْتُ الصَّلاَةَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ . فَالْتَفَتَ إِلَىَّ وَمَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ فِى آخِرِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ وَقَدْ تَوَارَى الشَّفَقُ فَصَلَّى بِنَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ صَنَعَ هَكَذَا .

হযরত নাফে রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের কাছে কিছু জমি ছিল, সেখানে কৃষিকাজের উদ্দেশ্যে আমি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম ও সেখানে পৌঁছার পর ইঠাৎ একদিন এক সংবাদদাতা বলল যে, আপনার স্ত্রী সফিয়্যা বিনতে উবায়দ রাযি. মুমূর্ষু অবস্থায়, দেখতে চাইলে যেতে পারেন। তারপর তিনি দ্রুতবেগে চললেন। এক কুরায়শী ব্যক্তি সফরসংগী ছিলেন। সূর্য অস্তমিত

[১২] . আবু দাউদ ২/১৭৯-১৮০ হা.১২১২ নামায অধ্যায়, মুসাফিরের নামায, দু' ওয়াক্তের নামায একত্রে করা পরিচ্ছেদ।

হলেও কিন্তু মাগরীবের সালাত আদায় করলেননা। আমি তাকে যতদিন ধরে জানি, যথাসময়ে সালাত আদায়ে যত্নবান থাকতেন। এরপর যখন দেরী করছেন, তখন আমি বললাম : সালাত, আল্লাহ পাক আপনাকে রহম করুন। তিনি আমার দিকে তাকলেন এবং চলতে লাগলেন। এ অবস্থায় যখন পশ্চিম আকাশের লালিমা প্রায় অদৃশ্য হলো, তখন মাগরীবের সালাত আদায় করলেন। এরপর ইশার ইকামত বলে আমাদের সহ ইশার সালাত আদায় করলেন। তারপর আমাদের দিকে লক্ষ করে বললেন : যখন সফরে কোন তাড়া থাকত, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতেন।[১৩] হাদীসটি হাসান।

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا سَافَرَ سَارَ بَعْدَ مَا تَغْرُبُ الشَّمْسُ حَتَّى تَكَادَ أَنْ تُظْلِمَ ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْعُو بِعَشَائِهِ فَيَتَعَشَّى ثُمَّ يُصَلِّى الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْتَحِلُ وَيَقُولُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ.

হযরত উমার ইবনে আলী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী রাযি. সফরে থাকলে সূর্যাস্তের পরে ও অন্ধকার ঘনীভূত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাহনে চলার পর প্রথমে মাগরীবের নামায আদায় করতেন, অতপর রাতের খাওয়া শেষ করে ইশার নামায আদায় করতেন, অতপর সফরের উদ্দেশ্যে পুনরায় রওনা হতেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপে নামায আদায় করতেন।[১৪] হাদীসটি সহীহ।

এ সকল হাদীস দ্বারা অনেকে মনে করেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ওয়াক্তেই দু' ওয়াক্তের নামায আদায় করেছেন। অথচ তা নয়, বরং রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে থাকাকালীনাবস্থায় যোহরের শেষ ওয়াক্তে যোহর এবং আসরের শুরু ওয়াক্তে আসর নামায

[১৩] . নাসায়ী ১/২৭৫ হা. ৫৯৬ সালাতের ওয়াক্তসমূহ অধ্যায়, যে ওয়াক্তে মুসাফির মাগরীব ও ইশা একত্রে আদায় করতে পারে পরিচ্ছেদ।

[১৪] . আবু দাউদ ২/১৮৯ হা. ১২৩৪ নামায অধ্যায়, মুসাফিরের নামায, মুসাফির কখন পুরা নামায আদায় করবে পরিচ্ছেদ।

আদায় করেছেন। এগুলো নিম্নে বর্ণিত হাদীসেই এভাবে এসেছে যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত দেরী করেছেন। অর্থাৎ যোহরের নামাযকে দেরী করে আসরের সময় আসার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত দেরী করে আদায় করেছেন। এবং যোহর নামায শেষ হতেই যোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়েছে। এবং আসরের নামাযের ওয়াক্ত আসার শুরুতেই আসরের নামায আদায় করেছেন। সুতরাং এটি প্রমাণিত যে, একত্রে দু' ওয়াক্তের নামায দু' ওয়াক্তেই আদায় করেছেন। নিম্নবর্ণিত হাদীসগুলি-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ.

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে পড়ার আগে সফর শুরু করলে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত (পূর্ব পর্যন্ত) যোহর বিলম্বিত করতেন এবং উভয় সালাত একত্রে আদায় করতেন। আর (সফর শুরু করার আগেই) সূর্য ঢলে গেলে যোহর আদায় করে নিতেন। এরপর (সফরের উদ্দেশ্যে) আরোহন করতেন।[১৫]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ.

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে পড়ার আগে সফর শুরু করলে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত যোহরের সালাত বিলম্বিত করতেন। তারপর অবতরণ করে দু' সালাত একসাথে আদায় করতেন। আর যদি সফর শুরু

[১৫] . বুখারী ২/২৮৯ হা. ১০৪৫ সালাতে কসর করা অধ্যায়, সূর্য ঢলে পড়ার আগে সফরে রওনা হলে যোহর সালাত আসরের সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা পরিচ্ছেদ।

করার আগেই সূর্য ঢলে পড়তো, তাহলে যোহরের সালাত আদায় করে নিতেন। তারপর বাহনে আরোহণ করতেন।[১৬]

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِى السَّفَرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে থাকাকালীন দুই ওয়াক্ত নামায একসাথে পড়তে মনস্থ করলে যোহর নামায পড়তে বিলম্ব করতেন। পরে আসরের ওয়াক্ত শুরু হলে তিনি যোহর ও আসরের নামায একসাথে পড়তেন।[১৭]

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ السَّفَرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ.

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, সফররত অবস্থায় কোন সময় নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তাড়াহুড়ো করতে হলে তিনি আসরের সময় পর্যন্ত যোহরের নামায পড়তে দেরী করতেন এবং আসরের প্রাথামিক সময়ে যোহর ও আসরের নামায একসাতে পড়তেন। আর এ অবস্থায় তিনি মাগরীবের নামাযও দেরী করে পশ্চিম আকাশে রক্তিম আভা অন্তর্হিত হওয়ার সময় মাগরীব ও এশার নামায একসাতে পড়তেন।[১৮]

---

[১৬] . বুখারী ২/২৯০ হা. ১০৪৬ সালাতে কসর করা অধ্যায়, সূর্য ঢলে পড়ার পর সফর শুরু করলে যোহরের সালাত আদায় করে সাওয়ারীতে আরোহন করতেন পরিচ্ছেদ।

[১৭] . মুসলিম ৩/২৪ হা. ১৫০৫ মুসাফিরের নামায ও কসর নামায অধ্যায়, সফরে দুই ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়া জায়েয।

[১৮] . মুসলিম ৩/২৫ হা. ১৫০৬ মুসাফিরের নামায ও কসর নামায অধ্যায়, সফরে দুই ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়া জায়েয।
টীকা : সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পর পশ্চিম দিগন্তে যে লালিমা বা রক্তিম আভা দেখা যায়, তাকে "শাফাক" বলা হয়। এই রক্তিম আভা বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত মাগরীবের নামাযের সময় থাকে। এটা অন্তর্হিত হলে মাগরীবের নামাযের সময়ও শেষ হয়ে যায়।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, সফরে যখনই তার ব্যস্ততার কারণ ঘটেছে, তখন তিনি মাগরীবের সালাত বিলম্বিত করেছেন, এমন কি মাগরীব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেছেন।[১৯]

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

হযরত নাফে রহ. বর্ণনা করেন, সফরে হযরত ইবনে ওমর রাযি. কে কোন সময় দ্রুত পথ চলতে হলে তিনি সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তের রক্তিম আভা অন্তর্হিত হওয়ার পর মাগরীব ও ইশার নামায একসাথে পড়তেন। (একাজের পক্ষে যুক্তি হিসেবে) তিনি বলতেন, সফরে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দ্রুত পথ চলতে হলে তিনি মাগরীব এবং ইশার নামায একসাথে পড়তেন।[২০]

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ وَفَدْتُ أَنَا وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَنَحْنُ نُبَادِرُ لِلْحَجِّ فَكُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ نُقَدِّمُ مِنْ هَذِهِ وَنُؤَخِّرُ مِنْ هَذِهِ وَنَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ نُقَدِّمُ مِنْ هَذِهِ وَنُؤَخِّرُ مِنْ هَذِهِ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ.

হযরত আবু উসমান রহ. বলেন, আমি ও সা'দ ইবনে মালেক প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হলাম, এবং আমরা হজ্জের জন্য তাড়াতাড়ি করছিলাম। তখন আমরা যোহর ও আসরের মাঝে (দু' ওয়াক্ত নামায) একত্রে আদায় করতাম। একে (যোহরের নামায) প্রথমে এবং ওকে

[১৯]. বুখারী ২/২৮৩ হা. ১০৩০ সালাতে কসর করা অধ্যায়, সফরে মাগরীবের সালাত তিন রাকাত আদায় করা পরিচ্ছেদ।
[২০]. মুসলিম ৩/২৩ হা. ১৫০১ মুসাফিরের নামায ও কসর নামায অধ্যায়, সফরে দুই ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়া জায়েয।

(আসরের নামায) বিলম্বিতে আদায় করতাম। এবং মাগরীব ও ইশার মাঝে (দু' ওয়াক্ত নামায) একত্রে আদায় করতাম। একে (মাগরীবের নামায) প্রথমে এবং ওকে (ইশার নামায) বিলম্বিতে আদায় করতাম, এভাবে মক্কাতে পৌঁছলাম।[২১]

উপরোক্ত বর্ণিত এ সকল হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, একত্রে দু' ওয়াক্ত নামায আদায় করবে না। বরং এক ওয়াক্তের শেষ ও অপর ওয়াক্তের শুরুতে প্রত্যেক নামায প্রত্যেক ওয়াক্তেই আদায় করতে হবে।

সফরে একত্রে দু'ওয়াক্ত নামায ওয়াক্তের পূর্বে পড়া

সফরে এক ওয়াক্তে একত্রে দু' ওয়াক্ত নামায সময়ের পূর্বে পড়া অর্থাৎ সফরে রওনার উদ্দেশ্যে বা সফরে থাকাকালীন অবস্থায় যোহরের ওয়াক্তেই আসরের নামায ঐরকমভাবে মাগরীবের সময় ইশার নামায আদায় করা বিষয়ে এ সকল বর্ণিত হাদীস।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِى سَفَرٍ فَزَالَت الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ ارْتَحَلَ.

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে হতেন তখন সূর্য ঢলে পড়লে একত্রে যোহর ও আসরের নামায আদায় করতেন, অতপর রওয়ানা হতেন।[২২]
আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন- হাদীসটি অসংরক্ষিত।[২৩]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِى الْمَغْرِبِ مِثْلَ ذَلِكَ إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ

---

[২১] . শরহু মাআনিল আসার ১/১৬৬ হা. ৯০৫ নামায অধ্যায়, দু' ওয়াক্তের নামায একত্রে কিভাবে পরিচ্ছেদ।
[২২] . আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী ৩/১৬২ হা. ৫৭৩৩ নামায অধ্যায়, সফরে দু' ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়া পরিচ্ছেদ।
[২৩] . আসারুস সুনান পৃ. ৩১২ হা. ৮৫২ মুসাফির অধ্যায়, সফরে ওয়াক্তের পূর্বে একত্রে দু' ওয়াক্ত নামায আদায় করা পরিচ্ছেদ পরিচ্ছেদ।

قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا.

হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাবুকের যুদ্ধের সময় (মনযিল থেকে) রওনা হওয়ার পূর্বে সূর্য ঢলে পড়লে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করতেন। এবং সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে রওনা করলে তিনি যোহর তার শেষ সময় এবং আসর তার প্রথম সময়ে একত্রে আদায় করতেন। তিনি মাগরীবেও তাই করতেন। অর্থাৎ রওয়ানার পূর্বে সূর্যাস্ত গেলে তিনি মাগরীব ও এশা তার প্রথম সময়ে একত্রে আদায় করতেন। আর রওয়ানা হওয়ার পূর্বে সূর্যাস্ত গেলে তিনি মাগরীব বিলম্ব করে ইশার সাথে একত্রে পড়তেন।[২৪] হাদীসটি যয়ীফ।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَّجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيْهِمَا جَمِيْعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ عَجَّلَ الْعَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيْهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ

হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক অভিযানে দ্বিপ্রহরের পূর্বে মনযিল ত্যাগ করলে যোহরের নামায বিলম্ব করে যোহর ও আসর একত্রে আদায় করতেন। তিনি দ্বিপ্রহরের পরে (কোন মনযিল হতে) রওয়ানা হলে যোহর ও আসর একত্রে আদায় করে রওয়ানা হতেন। তিনি (কোন মনযিল হতে) মাগরীবের পূর্বে রওনা হলে মাগরীবের নামাযে বিলম্ব করে মাগরীব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন। যেদিন তিনি মাগরীবের পর রওয়ানা হতেন, সেদিন ইশার নামায এগিয়ে এনে মাগরীবের সাথে তা একত্রে পড়তেন।[২৫]

[২৪]. সুনানে আবু দাউদ ২/১৭৭-১৭৮ হা. ১২০৮ মুসাফির অধ্যায়, দু'ওয়াক্তের নামায একত্র করা পরিচ্ছেদ।
[২৫]. তিরমিযি হা. ৫৫৩ মুসাফির অধ্যায়, দু'ওয়াক্তের নামায একত্র করা পরিচ্ছেদ।
সুনানে আবু দাউদ ২/১৮৩ হা. ১২২০ মুসাফির অধ্যায়, দু'ওয়াক্তের নামায একত্র করা পরিচ্ছেদ।

আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন- হাদীসটি অনেক দূর্বল।[২৬]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ قَالَ قُلْنَا بَلَى قَالَ كَانَ إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ وَإِذَا لَمْ تَزِغْ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ سَارَ حَتَّى إِذَا حَانَتْ الْعَصْرُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا حَانَتْ الْمَغْرِبُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ وَإِذَا لَمْ تَحِنْ فِي مَنْزِلِهِ رَكِبَ حَتَّى إِذَا حَانَتْ الْعِشَاءُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সফরের নামায সম্পর্কে কি তোমাদের হাদীস বর্ণনা করবনা? তিনি বলেন, আমরা বললাম, হ্যাঁ বলুন। অতপর তিনি বলেন, যখন তার মনযিলে সূর্য ঢলে পড়লে সওয়ার হওয়ার পূর্বে যোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করতেন। আর যখন সূর্য ঢলে না পড়তনা তার মনযিলে, তখন রওয়ানা করতেন, যখন আসর নিকটবর্তী হত, তিনি নামতেন, অতপর যোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করতেন। আর যখন তার মনযিলে মাগরীবের সময় নিকটবর্তী হত, তখন মাগরীব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করতেন। আর যখন মনযিলে মাগরীবের সময় হতনা, তখন তিনি রওয়ানা করতেন, ইশার সময় নিকটবর্তী হলে, নেমে একত্রে মাগরীব ও ইশার আদায় করতেন।[২৭]
আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন, হাদীসটি যয়ীফ।[২৮]

উপরোক্ত হাদীসগুলোর দ্বারা এক ওয়াক্তে দু' ওয়াক্ত নামায আদায় করার কথা থাকলেও তা দ্বারা এ উদ্দেশ্য হয় যে, সূর্য ঢলে যাওয়ার পর দেরী করে যোহরের শেষ ওয়াক্তে যোহর ও আসরের প্রথম ওয়াক্তে আসর এবং মাগরীবের শেষ ওয়াক্তে মাগরীব ও ইশার শেষ প্রথম ওয়াক্তে ইশার

[২৬] . আসারুস সুনান পৃ. ৩১৪ হা. ৮৫৪ মুসাফির অধ্যায়, সফরে একত্রে দু' ওয়াক্ত নামায একত্র করা পরিচ্ছেদ।

[২৭] . মুসনাদে আহমাদ ৫/৪৩৪ হা. ৩৪৮০ অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কেরামের মুসনাদ, আনাস ইবনে মালেক রাযি. এর মুসনাদ।

[২৮] . আসারুস সুনান পৃ. ৩১৫ হা. ৮৫৫ মুসাফির অধ্যায়, সফরে একত্রে দু' ওয়াক্ত নামায একত্র করা পরিচ্ছেদ।

নামায আদায় করেছেন। তবে উপরোক্ত বর্ণিত কুরআন ও সহীহ হাদীসের বৈপরীত্ব হবে না। আর যদি এ উদ্দেশ্য নেয়া হয় যে, সফরে বের হওয়ার সময় যোহরের ওয়াক্তে যোহর ও আসর আদায় করেছেন, এবং মাগরীবের ওয়াক্তে মাগরীব ও ইশার নামায আদায় করেছেন, তবে এ সকল যয়ীফ হাদীস দ্বারা সফরের সময় এক ওয়াক্তে দু' ওয়াক্ত নামায পড়া বিষয়ে দলিল প্রদান করা যাবে না। কেননা হাদীসের মূলনীতি অনুযায়ী যয়ীফ হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করা যায় না।

মুকিমাবস্থায় দু' ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদিনায় অবস্থানরত অবস্থায় কোন ভীতিকর পরিস্থিতি কিংবা বৃষ্টি-বাদল ছাড়াই রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহর, আসর, মাগরীব ও ইশার নামায একসাথে পড়েছেন।[২৯]

আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন,

وللعلماء تاويلات في هذا الحديث كلها سخيفة الا الحمل على الجمع الصوري.

এই হাদীসের ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে, সবগুলোই দূর্বল। তবে জময়ে সূরীর (আকৃতিগতভাবে একত্র করণের)ব্যাখ্যা শক্তিশালী।[৩০]

[২৯]. মুসলিম ৩/২৮ হা. ১৫১২ মুসাফিরের নামায ও কসর নামায অধ্যায়, সফরে দু' ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া।

[৩০]. আসারুস সুনান পৃ. ৩২১ হা. ৮৭০ মুসাফিরের নামায অধ্যায়, মুকিম অবস্থায় একত্র করা পরিচ্ছেদ।

মুকিমাবস্থায় দু' ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া নিষিদ্ধ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاَةً إِلاَّ لِمِيقَاتِهَا إِلاَّ صَلاَتَيْنِ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু' টি নামায ছাড়া কখনো নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কোন নামায পড়তে দেখিনি। তা হচ্ছে- তিনি মুযদালিফায় মাগরীবের নামায এশার সাথে মিলিয়ে পড়েছেন এবং সে দিনকার ফজরের নামায তার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পড়েছেন।[৩১]

ইমাম নববী রহ. বলেন,

مَعْنَاهُ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِيْ وَقْتِ الْعِشَاءِ بِجَمْعٍ الَّتِيْ هِيَ الْمُزْدَلِفَةُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيْقَاتِهَا الْمُعْتَادِ وَلَكِنْ بَعْدَ تَحَقُّقِ طُلُوْعِ الْفَجْرِ.....لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِجَائِزٍ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ فَيُتَعَيَّنُ تَأْوِيْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ.

হাদীসটির অর্থ হলো, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় মাগরীবের নামায ইশার ওয়াক্তে আদায় করেছেন। এবং সেদিন ফজরের নামায তার অভ্যাসগত নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পড়েছেন। তবে তা সুবহে সাদেক উদিত হওয়ার পর। কেননা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে নামায পড়া ঐক্যমতে জায়েয নেই। অতএব এর ব্যাখ্যা নির্ধারিত যা আমি আলোচনা করেছি।[৩২]

---

[৩১] . মুসলিম ৪/৩১১ হা. ২৯৭৯ হজ্জ অধ্যায়, কুরবানীর দিন ফজরের নামায খুব ভোরে মুযদালিফায় আদায় করার বর্ণনা পরিচ্ছেদ।

[৩২] . শরহু মুসলিম নববী ১৭/৩০১ হজ্জ অধ্যায়, কুরবানীর দিন ফজরের নামায খুব ভোরে মুযদালিফায় আদায় করার বর্ণনা পরিচ্ছেদ।

عَنْ أَبِى قَتَادَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتَّى يَجِىءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الأُخْرَى.

হযরত আবু কাতাদাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঘুমাতে কোন দোষ বা অবহেলা নেই। অবহেলা তখনই বলা হবে যদি কোন ব্যাক্তি নামায না পড়ে দেরী করে এবং অন্য নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যায়।[৩৩]

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْد الله بْنِ مَوْهب قَالَ سُئِلَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا التَّفْرِيْطُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَنْ تُؤَخِّرَ حَتَّى يَجِيْءَ وَقْتُ الْأُخْرَى.

হযরত উসমান ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. কে জিজ্ঞাসা করা হলো "নামাযে অবহেলা কি?" তিনি বললেন, অন্য নামাযের সময় আসা পর্যন্ত নামাযে দেরী করা।[৩৪]
হাদীসটি সহীহ।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَا يَفُوْتُ صَلَاةٌ حَتَّى يَجِيْءَ وَقْتُ الْأُخْرَى.

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অন্য নামাযের সময় আসা পর্যন্ত নামায চলে যায় না।[৩৫] হাদীসটি সহীহ।

সুতরাং উপরোক্ত কুরআন, তাফসীর ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আরাফা ও মুযদালিফা ব্যতিরেকে সফর হোক বা মুকিমাবস্থা হোক কোন অবস্থাতেই দু' ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া জায়েয হবে না। কেননা প্রত্যেক নামাযের জন্য নির্ধারিত সময় রয়েছে। আর নির্ধারিত সময় ছাড়া নামায আদায় করা যাবে না। আর হাদীসে দু' ওয়াক্ত একত্রে পড়ার যে হাদীস রয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, দু' ওয়াক্তের নামায দু'

[৩৩]. মুসলিম ২/.৪৮৭ হা. ১৪৪২ মসজিদ ও নামাযের স্থান অধ্যায়, কাযা নামায এবং তা অনতিবিলম্বে আদায় করা উত্তম হওয়ার বর্ণনা পরিচ্ছেদ।
[৩৪]. শরহু মাআনিল আসার ১/১৬৫ হা. ৯০৪ নামায অধ্যায়, দু' নামায একত্রে কিভাবে পরিচ্ছেদ।
[৩৫]. শরহু মাআনিল আসার ১/১৬৫ হা. ৯০৩ নামায অধ্যায়, দু' নামায একত্রে কিভাবে পরিচ্ছেদ।

ওয়াক্তেই, তবে প্রথম ওয়াক্তের শেষ ওয়াক্তে প্রথম নামায এবং দ্বিতীয় ওয়াক্তের প্রথম ওয়াক্তে দ্বিতীয় নামায পড়ার বর্ণনা এসেছে। যা কোন প্রয়োজন বশত হয়ে থাকে। অতএব এ সকল দলিল দ্বারা দু' ওয়াক্তের নামায এক ওয়াক্তে পড়ার দলিল হিসেবে উপস্থান করা যাবে না। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবহিত।

অকিল উদ্দিন যশোরী
সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ,
গফুর ভিউ এ/১৫৫৫, রাজাখালী, জাক্তাই, চট্টগ্রাম।
২৮ জুমাদাল উলা ১৪৩৭ হিজরী
৮ মার্চ ২০১৬ ঈসায়ী
রাত : ১০: ২২ মিনিট